পুজো পরিক্রমা ১৪২০

বৃহস্পতিবার ১০ অক্টোবর ২০১৩

বর্ধমান

রবিনহুড ক্লাব কালনা গেট সুবর্ণজয়ন্তী। পিরামিডের আদলে মণ্ডপ। প্রগতি সঙ্ঘ, গোলাহাট থালাবাটি, চামচের মণ্ডপ। ইছলাবাদ অ্যাথলেটিক রামসীতার মন্দিরে পুজো। পারবীরহাটা নিবেদিতা সঙ্ঘ নেপালের কারুকার্যময় মন্দির। বাহির সর্বমঙ্গলা সর্বজনীন থিম ‘স্বপ্ন যখন খাঁচায় বন্দি’। মিঠাপুকুর সর্বজনীন। ভূগর্ভে দেবী। সুকান্তনগর মহিলা পরিচালিত পুজো। গ্রামীণ পরিবেশে পুজো। ভাতছালা তরুন স্পোর্টিং প্রতি দিন বস্ত্র বিতরণ। নতুনপল্লি মৌসুমি ক্লাব নতুন পাকা মণ্ডপে নানা অনুষ্ঠান। খোসবাগান সর্বজনীন থিম ঊনকোটি গুহায় ত্রিপুরেশ্বরী। পাড়াপুকুর পুজো কমিটি আলোর নানা মডেল। কল্যাণ স্মৃতি সংঘ একটি পরিবারই শুরু থেকে পৌরোহিত্য করেন। খালুইবিল গুডশ শেড রোড প্লাইউডের মণ্ডপ। লক্ষ্মীপুর সর্বজনীন কচুরিপানার মণ্ডপ ও প্রতিমা। অগ্রদূত সঙ্ঘ মহিলাদের পুজো। পায়রাখানা গলি নবমীতে কুমারী পুজো। শ্যামলাল সর্বজনীন হিমবাহে দেবী। ঝাপানতলা সর্বজনীন মণ্ডপ কাঠপুতুলের। বাদামতলা কচিপুকুর সর্বজনীন একচালা মূর্তি। বর্ধমান হরিসভা ৭৫তম বর্ষ। নানা অনুষ্ঠান। লাল্টু স্মৃতি সঙ্ঘ ধাতুর মণ্ডপ। আমরা সবাই একাদশীতে অন্নকূট উৎসব। কাঞ্চননগর বেলপুকুর কিশোর সঙ্ঘ অভিনব মণ্ডপ। খেজুরতলা সর্বজনীন নানা অনুষ্ঠান। খাজা আনোয়ার বেড় ২৪ প্রহরতলা সর্বজনীন। দশমীতে বাজি। সর্বমিলন সঙ্ঘ কৃষ্ণার্জুনের রথের আদলে মণ্ডপ। পদ্মশ্রী সঙ্ঘ থিম হৃষিকেশে দুর্যোগে টিকে থাকা মন্দির। কাঞ্চননগর বাজার সর্বজনীন ভৈরবী সাজে দেবী। ইদিলপুর ঘোষ বাড়ি ৩০০ বছরের পুজো। কাঞ্চননগর খর্গেশ্বরপল্লি শাঁখ, প্রদীপ, ঘণ্টার মণ্ডপ। উদয়পল্লি সুভাষ সঙ্ঘ সর্বজনীন শঙ্খবাদন, ধুনুচি নৃত্যের প্রতিযোগিতা। উইলবাড়ির পুজো নবমীতে কুমারী পুজো। সর্বমঙ্গলা মন্দির। আকর্ষণ নানা অনুষ্ঠান। রথতলা সর্বজনীন দেবীর সন্তানদের বিপরীত অবস্থান। কাঞ্চননগর কামারমহল দাসবাড়ি সাবেক রীতি। বীরহাটা কালীমন্দির শ্বেতপাথরের দুর্গা। শ্রীপল্লি সর্বজনীন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। উল্লাস চিল্ড্রেন পার্ক মরুভূমিতে দেবী। ইছলাবাদ বহুমুখী সঙ্ঘ একচালা ডাকের সাজের মণ্ডপ। অজয় স্মৃতি সঙ্ঘ প্রদীপ জ্বালানোর প্রতিযোগিতা। শাঁখারিপুকুর বীরহাটা হাউসিং মণ্ডপে আড্ডা ও গান। গোঁসাইপাড়া ১১ পল্লি মহিলাদের পুজো। এগ্রিকালচার রিক্রিয়েশন ফার্ম শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান। বংপুর চেতনা গোষ্ঠী মণ্ডপে পার্বত্য প্রকৃতি। রাজগঞ্জ মহন্তস্থল সর্বজনীন প্রতি দিন জলসা। আলমগঞ্জ বারোয়ারি রাঙা মাটির দেশ। ছোটনীলপুর তরুণ সঙ্ঘ মঙ্গলে দুর্গার সঙ্গে মোমবাতি জ্বালানোর প্রতিযোগিতা। বড়নীলপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব বাতিল দানাশস্যের মণ্ডপ। বুড়িরবাগান সর্বজনীন বৌদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ। আকরবাগান সর্বজনীন বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শন ও বাংলা গানের আসর। লাক্কুড্ডি তরুণ সঙ্ঘ পাটকাঠি দিয়ে তৈরি মণ্ডপ। বড়নীলপুর চৌরঙ্গি ক্লাব মণ্ডপে উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দির পটচিত্রে দেবীর অঙ্গরাগ। নানা প্রদেশের অনুষ্ঠান। ভাতছালা দুর্গাতলা দেড়শো বছরের পুরনো পুজো। ভাতছালা কলোনি ঐকতান ক্লাব সাবেক পুজো। সর্বমঙ্গলা পাড়া অনিল স্মৃতি সঙ্ঘ মহিলা ও শিশুদের অনুষ্ঠান। রানিসায়র উত্তর পাড় নেতাজি সঙ্ঘ অগ্নিগর্ভে দেবী। খালুইবিল সর্বজনীন ইস্কন মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। সামনে আইফেল টাওয়ার। দিশারী সর্বজনীন দেবীর ৫১ পীঠ দর্শন ও মেলা। রামকৃষ্ণ রোড শৈলক অ্যাপার্টমেন্ট প্রতি সন্ধ্যায় নানা আসর। কেশবগঞ্জ সর্বজনীন অরণ্যে দেবী। টিকরহাট সর্বর্জনীন পরিত্যক্ত এক্স-রে প্লেটের দেবী। বোরহাট সর্বজনীন উইটিবির আদলে মণ্ডপ। আড়রা যুব সমিতি একচালা প্রতিমা। খান্দরা গ্রামে বক্সীবাড়ি প্রতিমার রঙ শিউলি ফুল বেটে।

মন্তেশ্বর

দাউকোডাঙা পাঁজাবাড়ি শতবষ। সুভাষ স্মৃতি সঙ্ঘ ‘বঙ্গে এল লক্ষ্মী’। মাইচ পাড়া চৌধুরীবাড়ি নবপত্রিকার পুজো। পুঁড়শুড়ির চৌধুরী বাড়ি সিংহের মুখ ঘোড়ার। বাবুনপুর মণ্ডলবাড়ি ৩ শতক। গলাতুন রায়বাড়ি একচালা। খাঁদরা চক্রবর্তী বাড়ি শঙ্খচিল দেখে পুজো শুরু। নন্দীবাড়ি একচালা। দেওয়ানিয়া কোঙারবাড়ি পুজো। জোকারি পাড়া রায়বাড়ি নবপত্রিকার পুজো। বালিজুড়ি রায়বাড়ি সিংহের মুখ ঘোড়ার আদলে। ভুরকুন্ডার সিংহবাহিনী কষ্টিপাথরে ৩ ইঞ্চির মূর্তি। হোসেনপুর ভট্টাচার্য বাড়ি দেবীর চোখ বাঁশপাতার আদলে। সিংহালির বুড়ো মা মূর্তি একচালা।

দেনুড় রায় বাড়ি চারশো বছর।

সাবেক পুজো। হালাড়া সর্বজনীন নাট্য উৎসব। নেতাজি অ্যাথলেটিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপ।

মেমারি-জামালপুর

সোনাপট্টি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার। সারদাপল্লি-অরবিন্দপল্লি হোগলা-পাটকাঠি দিয়ে মণ্ডপ। মায়ের কোল সর্বজনীন প্রতিদিন অন্নকূট। বিবেকানন্দ ইয়ং কর্নার মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। দক্ষিণ মেমারি অভিযান সঙ্ঘ জঙ্গলমহলে দুর্গা। রক্ষাকালীতলা সর্বজনীন সাবেক প্রতিমা। কুন্ডুবাড়ি মণ্ডপে মন্দির। ভগবানপুরে শম্ভুনাথ হাজরা চৌধুরী বাড়ি ১৫৬তম বর্ষ। প্রিয়গোপাল বিষয়ী বাড়ি বনেদিয়ানাই আকর্ষণ। নুদিপুর বারোয়ারি মহালয়া থেকে পুজো। স্টেশন বাজার দুর্গোৎসব জনপ্রিয় পুজো।

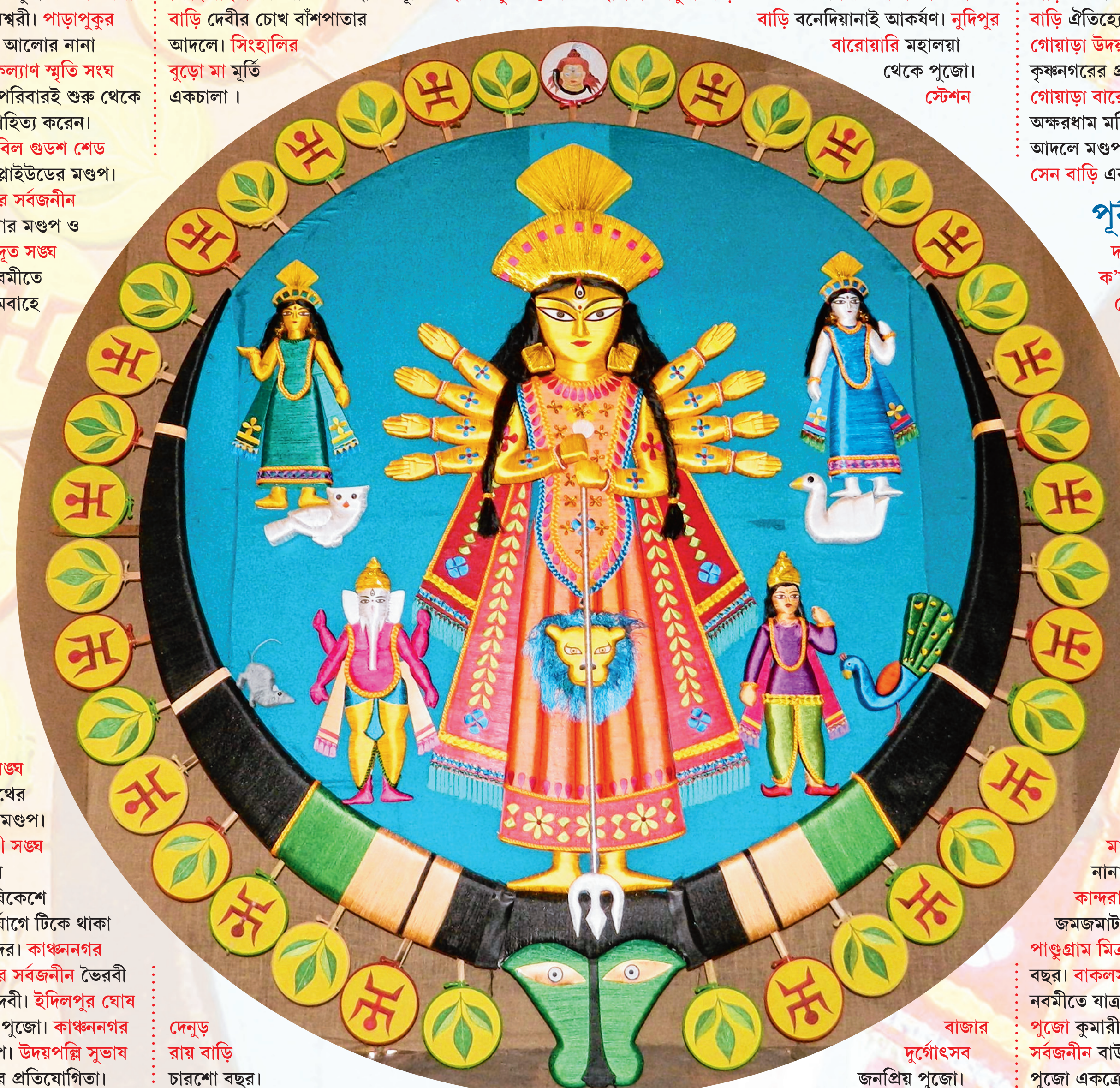

চৌধুরীবাড়ি প্রাক্তন ফুটবলার প্রদীপ চৌধুরীর বাড়ির পুজো। কাছাড়ি রোড চড়কতলা, ৫০ বছর। ভাস্কর পণ্ডিতের পুজো জনশ্রুতি, মারাঠা বীর ভাস্কর পণ্ডিত পুজোর প্রবর্তক। বিশালাক্ষী আবাহন আছে, বিসর্জন নেই। তরুণ সঙ্ঘ ৫৩ বছর। প্রীতম ক্লাব প্রতিমায় বৈচিত্র্য। ভাস্কর পাড়া প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী নবীন ভাস্কর। সমাজবাটি পাড়া ভাস্কর পণ্ডিতের পুজো নামে পরিচিত।

কালনা

উপলতি ভট্টাচার্য বাড়ি ডাকের সাজের প্রতিমা। উপলতি মুখোপাধ্যায় বাড়ি। একচালার প্রতিমা। বৈদ্যপুর নন্দী বাড়ি। পুজো প্রায় দেড়শো বছরের। তে পুতুল বাড়ি প্রতিমা তিন পুতুলের। বাদলা পোদ্দার বাড়ি হরগৌরী মূর্তি। জয়দুর্গা বাড়ি পুজোর আগে অঙ্গরাগ। কৃষ্ণদেবপুর চট্টোপাধ্যায় বাড়ি পটকা ফাটিয়ে সন্ধিপুজো শুরু। সুলতানপুর কুমার বাড়ি ঐতিহ্যের পুজো। কৃষ্ণদেবপুর গোয়াড়া উদয়ন সঙ্ঘ কৃষ্ণনগরের প্রতিমা। গোয়াড়া বারোয়ারি অক্ষরধাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। কালনা সেন বাড়ি একচালা।

পূর্বস্থলী

দক্ষিণ শ্রীরামপুর আমরা ক’জন। টালির মণ্ডপ। অটোস্ট্যান্ড নিউ ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। দক্ষিণ শ্রীরামপুর সর্বজনীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি দিয়ে প্রদর্শনী। সমুদ্রগড় লোচনমাতা সর্বজনীন নবমীতে ইলিশের ভোগ। চাঁদপুর-শ্রীরামপুর বারোয়ারি নানা অনুষ্ঠান। বিদ্যানগর শিশু মেলা স্বাস্থ্য শিবির, ম্যাজিক প্রদর্শন। পাটুলি রামকৃষ্ণ নাট্য সঙ্ঘ থিম দশাবতার। ভট্টাচার্য বাড়ি দেবীর ৮ হাত লুকানো।

কেতুগ্রাম

রাজুর বয়েজ ক্লাব বয়স ৭০। গোমাই গ্রামের পুজো দশমীতে গ্রামে শঙ্খচিল উড়লে বিসর্জন। মাসুন্দি বেনেপাড়া নানা অনুষ্ঠান। কান্দরা চৌরাস্তা জমজমাট পুজো। পাণ্ডুগ্রাম মিত্রবাড়ি ১৫০ বছর। বাকলসা ঘোষ বাড়ি নবমীতে যাত্রা। আমগোড়িয়ার পুজো কুমারী পুজো। কুলাই সর্বজনীন বাউল গান। খাটুন্দি, কেতুগ্রাম ছয় শরিকের ছ’টি পুজো একত্রে। নিরোল সদরবাড়ি পাথরের মূর্তি এখন মাটির। বহুলাক্ষি জনশ্রুতি, ভাস্কর পণ্ডিতের সেনারা পুজোর প্রতিষ্ঠাতা। মুরুন্দি সিংহ বাড়ি পাশাপাশি দুই পুজো।

গুসকরা

চোঙদার বাড়ি গণেশ বাহনহীন, সরস্বতী নীল। যুবগোষ্ঠী মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। গুসকরা বারোয়ারি সর্বজনীন মেলা বসে। মুখার্জিপাড়া সর্বজনীন সচেতনতা প্রচার। গুসকরা লাইনপাড় ধুনুচি নাচ। শান্তিপুর সর্বজনীন বাউল গান। নিউটাউন পূর্বপল্লি গানের আসর।

তখন ব্যাস বললেন, কন্দর্পসাজে দেবীর কাছে গেলেন অসুর। তাঁর হাজার ঘোড়ার রথে ছিল মহার্ঘ্য রত্নসম্ভার, অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্র। তিনি বললেন, হে দেবী, তিন কাল ও তিন জগতে সব জীব সর্বদা আনন্দের খোঁজ করে। এবং আনন্দ সব থেকে বেশি পাওয়া যায় সঙ্গ সুখেই। তার মধ্যে সব থেকে বেশি আনন্দ পাওয়া যায় সমবয়সী ও সমমর্যাদা সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর সান্নিধ্যে। তাই আমি অস্ত্র ত্যাগ করছি, তুমি আমায় বিবাহ কর। দেবী তা শুনে হাসলেন। তারপরে স্বর্ণপাত্রে মদ্যপান করে নিধন করলেন অসুর। চক্র দিয়ে কাটলেন তার মাথা। সেই মাথা গড়িয়ে এসে থামল তাঁরই চরণের কাছে। তিনি আদি জননী। তাঁর পুজোর সময় এল কাছে।

মঙ্গলকোট

ভ্রাতৃ সঙ্ঘ, নিগন মণ্ডপে মাটির সাজ। সূর্য সঙ্ঘ, নিগন নানা অনুষ্ঠান। নিগন স্টেশন সুন্দর আলো। চক্রবর্তী পাড়া, নিগন ১৪১ বছরের পুজো। নতুনহাট দত্তবাড়ি শতবর্ষ প্রাচীন। নতুনহাট সর্বজনীন জনপ্রিয় পুজো। মজলিস দিঘির পাড়, নতুনহাট জমজমাট পুজো। উনিয়া সখী জয়া-বিজয়া। বাহন বাঘ। পালপাড়ার পুজো ‘মহামায়া’র পুজো। জয়পুর সর্বজনীন দেবী পটেশ্বরী। চৌধুরীবাড়ি, শীতলগ্রাম ১৫০ বছর। কাশেমনগর সর্বজনীন উদ্যোক্তা তিন গ্রাম। গোস্বামী বাড়ি, লাখুরিয়া নানা অনুষ্ঠান। নতুনহাটের বড়মা পুজো ৪০২ বছরের পুরনো। কৈচর বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটি সুন্দর আলো। কৈচর মোড়ল বাড়ি জনশ্রুতি, প্রতিমা নড়ার পরে সন্ধিপুজো। লাখুরিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি দেবী ‘খ্যাপা মা’ নামে পরিচিত। মল্লিকবাড়ি সদস্যদের যাত্রা। জামালপুর চকদিঘি রাজবাড়ি নারকেলের মণ্ডপ। কিশলয় সমিতি ডাকের সাজ। গঞ্জ বারোয়ারি

কাটোয়া-দাঁইহাট

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আকর্ষণ কুমারীপুজো। মণ্ডলপাড়া কেদারনাথ ঘিরে পাবর্তীর সংসার। জোড়া অসুর। পঞ্চাননতলা দেবী ‘পোড়া-মা’ নামে খ্যাত। বিদ্যাসাগর পল্লি সার্কাস ময়দান। ২৫ বছরে পা। কাছারি রোড এ বার ৫০ বছর। গোয়াল ঘাট পাড়া ভাগীরথীর পাড়ে নতুন মন্দিরে পুজো। খ্যাপাকালী তলা ভৈরবী মূর্তিতে দেবী। ন’নগর সবুজ সঙ্ঘ থিম বিবেকানন্দের জীবন। জাজিগ্রাম নবোদয় সঙ্ঘ শিবের দ্বাদশ লিঙ্গের মন্দির। কুরচি তরুণ সঙ্ঘ নানা অনুষ্ঠান। বিজয়নগর বক্সী বাড়ি দেবীর সঙ্গে জয়া-বিজয়া। ঘোড়ানাষ মশালের আলোয় বিসর্জন ‘খ্যাপা মা’য়ের। করুই দশমীতে রাবণের কুশপুতুল দাহ। মণ্ডলহাট নেতাজি সঙ্ঘ মাদুর ও বাঁশে মণ্ডপ। আদর্শপল্লি জমজমাট মেলা। বীরবেগুন ১০০ দিনের টাকা জমিয়ে ফেরানো হয়েছে পুজোর মেজাজ। মুহুরিবাড়ি তিন শতকের পুরনো। কাটোয়া পুজোবাড়ি ২০০ বছরের পুজো। পঞ্চাননতলা সর্বজনীন। দেবী ‘পোড়া মা’ বলে পরিচিত। হাঁড়িবাড়ি ২৫০ বছরের পুজো। সিদ্ধেশ্বরীতলা

কাঁকসা-বুদবুদ

দোমড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম বেলুড় মঠের আচার অনুসরণ। গোপালপুর বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি বৈষ্ণব মতে পুজো। আমলাজোড়ার সরকার বাড়ি তিনশো বছর। অযোধ্যা চট্টোপাধ্যায় বাড়ি পাঁচশো বছর। গোপালপুর লায়েক বাড়ি দেবীর বাহন বাঘ। বুদবুদ গ্রাম সর্বজনীন মণ্ডপে খাজুরাহো মন্দির। বুদবুদ ছাত্র সমিতি কুমোরটুলির প্রতিমা। সংহতি ক্লাব চট-বাঁশের মণ্ডপ। ঝঙ্কার ক্লাব মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। দেবশালা বক্সী বাড়ি তৃতীয়া থেকে পুজো। ভিড়সিন মুখোপাধ্যায় বাড়ি দেবী চতুর্ভুজ ভুবনেশ্বরী। মানকর সরকার বাড়ি ষাঁড়ের পিঠে শিব-দুর্গা। মানকর বিশ্বাস বাড়ি কালিকাপুরাণ মেনে পুজো। মানকর খান পরিবার দেবীর মুখের পুজো। কবিরাজ বাড়ি তিন শতকর পুরনো। রণডিহা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য পরিবার কালীপুজো পর্যন্ত মূর্তি থাকে। সোঁয়াই মুখোপাধ্যায় বাড়ি তিনশো বছরের পুরনো।

পরিক্রমায়

রানা সেনগুপ্ত, কেদারনাথ ভট্টাচার্য, সৌমেন দত্ত, সুব্রত সীট এবং বিপ্লব ভট্টাচার্য। ছবি: উদিত সিংহ, শৈলেন সরকার ও অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।